ব্রি ধান৬৭

উফশী চাষে দিলে মন
গুনে মানে পাবে ধন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৭ এর কৌলিক সারি নং- BR7100-R-6-6। উক্ত কৌলিক সারিটি IR61247-3B-8-2-1 এবং BRRI dhan36 এর সংকরায়নের পর বংশানুক্রম বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত কৌলিক সারিটি ইরি-ব্রি'র যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- ডিগ পাতা প্রচলিত ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে খাড়া।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি.।
- উচ্চ ফলনশীল জাত।
- চাল মাঝারি চিকন, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান৬৭

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৭ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপরন্ত এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt sensitive stages) ৮ ডিএস/ মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান২৮ পারে না। এ জাতটি ব্রি ধান৪৭ এর মতো লবন সহ্য করতে পারে তবে এর দানা মাঝারি চিকন ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। এছাড়াও এ জাতটি মাঝারী মাত্রার ঠান্ডা সহিষ্ণু বিধায় ঠান্ডা প্রবন এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬৭ চাষে লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান৬৭ এ চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ অগ্রহায়ণ-৩০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৬	১৩	১৬	১৩	০.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ৩০-৩৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ইউরিয়া সারের মাত্রা জমির উর্বরতা অনুযায়ী সামান্য কম বেশি হতে পারে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান৬৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** ভূগর্ভস্থ অথবা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ দিতে হবে। তবে ৩ ডিএস/মিটার এর চেয়ে বেশি মাত্রার লবণাক্ততা যুক্ত পানি কখনও সেচের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd